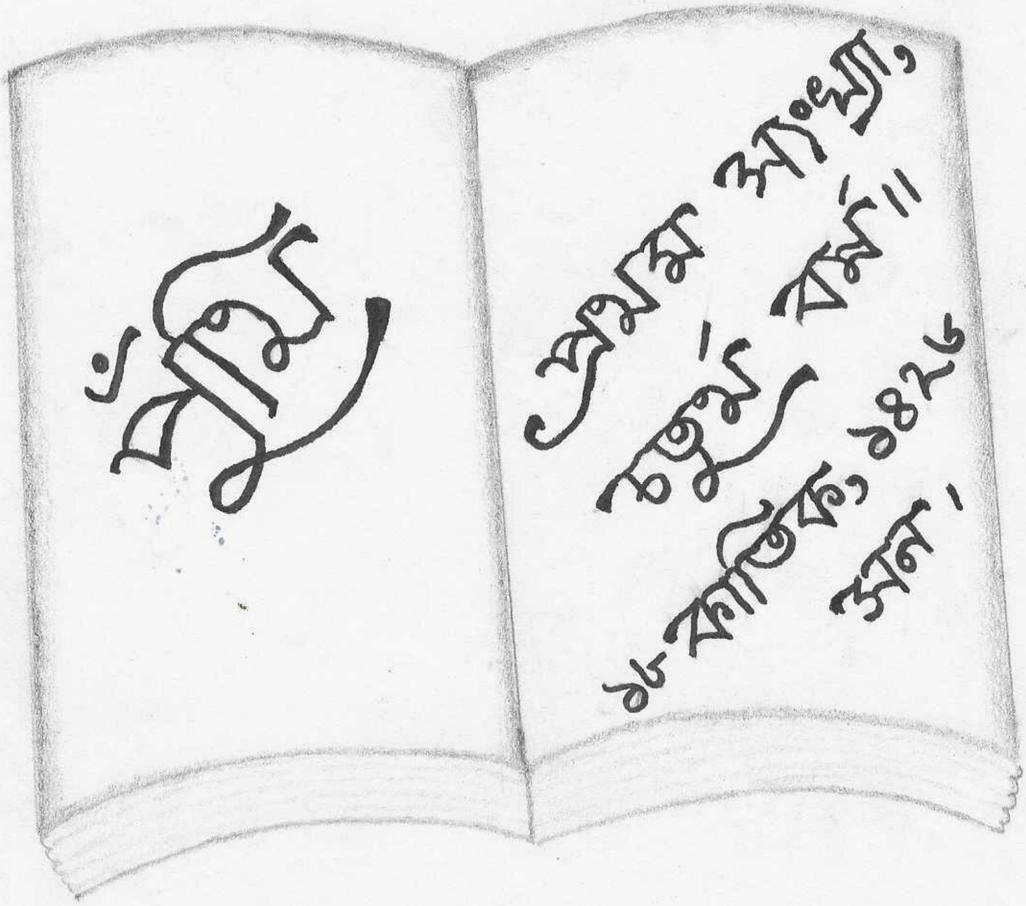

2019

বিভাগীয় হস্তনির্মিত পত্রিকা

বাংলা বিভাগ

বিজনী মহাবিদ্যালয়, বিজনী।।

পুঁথি প্রকাশের নেপথ্যে

উপদেষ্টা : ড° অপু গুহ ঠাকুরতা
ড° ঊর্মিলা পোদ্দার

সম্পাদিকা : পায়েল রায়

অক্ষর বিন্যাস : দীয়া সরকার

প্রচ্ছদ : মৌসুমি রায়

সদস্য / সদস্যা : রীমা সাহা, দীপা ঘোষ,
পিউ সরকার, মৌমিতা সরকার
গীতা সরকার।

বিজনী মহাবিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা বিভাগের যাত্রা শুরু, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির মধ্যদিয়ে সে যাত্রা আজও বহমান। ১৯৯৫ সনে বিভাগের মুকুটে যুক্ত হয় নতুন পালক 'পুঁথি' – হাতে লেখা পত্রিকা। এই সংখ্যাটি চতুর্থ সংখ্যা। যে কোনো পত্রিকাই সৃজনশীলতার বৃদ্ধি করে। হস্তনির্মিত হওয়ায় অলংকরণ ও সৃজনের মধ্য দিয়ে নির্মাতাদের সৃজনের অনন্যতা প্রকাশের সুযোগ পায়। 'পুঁথি'র যাত্রা অব্যাহত থাকুক – শুভ কামনা রইল।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন গড়ার স্বপ্ন উদ্যোগে যে হাতে লেখা পুঁথি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নিজের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যায়। বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশের সুযোগ যেন পাওয়া যায় হাতে লেখা পুঁথিটির মাধ্যমে। এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লেখা অন্তর্ভুক্ত না হলেও আশা রাখি পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি সুস্থ সমাজ গঠনে এবং নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হবে।

এই পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যারা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন তাদের আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং যারা নানা ভাবে এই পুঁথিটি প্রকাশের সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি পাঠক-সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

— পায়েল রায়

সূচীপত্র

নারী	পবিত্রা দাসগুপ্ত	০১
মা	সুন মল্লিক	০২
আমাদের গ্রাম	পায়েল রায়	০৩
ভারত মায়ের সন্তান	ববিতা মল্লিক	০৪
পূজো	দীপা ঘোষ	০৫
মানুষের মতো মানুষ	প্রিয়া সাহা	০৬
আগমনী	পিউ সরকার	০৭
মা	অনুশ্রীতা সাহা	০৮
বকা	পাখি দাস	০৯

নারী

আমি আজকের নারী,
আমি যেমন ফেসবুক ওয়াট্সঅ্যাপ করতে পারি
তেমনি ঘর সামলাতেও পারি,
যেমন নিজে পরিপাটি থাকতে পারি
আমার আশে পাশের সমাজের
মানুষকেও পরিপাটি রাখতে পারি।

আমি,
সীতা, সাবিত্রীর দেশের নারী,
সমাজের প্রয়োজন কখনো আমি
রুদ্রমূর্তি কালী।

আবার,
কখনো দশভুজা মা দুর্গা।
ভেবো না আমায় অবলা নারী,
আমি তোমারই রক্ষাকারিনী,
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস
আমি আজকের নারী।

— পবিত্রা দাস গুপ্ত

মা

মা মানে স্বপ্ন দেখার শুরু
মা মানে আমার কাছে বাঁচার মানে
মা মানে যার ভালোবাসার কোনো মূল্য হয়না।
মা মানে আমার হাতে খাবো না আজ
তুমি আজ খাইয়ে দেবে কি না ?
মা মানে নিজে অসুস্থ হলেও হাসি মুখে সব কাজ করে দেও
মা মানে নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়ে দেওয়া
মা মানে পৃথিবীতে যার কোনো তুলনা হয়না।

— মুন মল্লিক

আমাদের গ্রাম

আমার বড়োই স্বপ্ন ছিল
করবো গ্রামের সেবা
গরীব দুঃখির সেবা করব ছিল মনের আশা
এই গ্রামেতে জন্ম আমার
যে আমার মাতৃভূমি
এই গ্রামের জলবায়ু
এই গ্রামের আকাশ বাতাস
আছে যত লোকজন
ভালোবাসি আমি।

পায়েল রায়

ভারত মায়ের সন্তান

একই চন্দ্র - সূর্য
একই আকাশ - বাতাস
একই মাটি - জল নিয়ে,
ভেদাভেদ না করে চলো এগিয়ে।

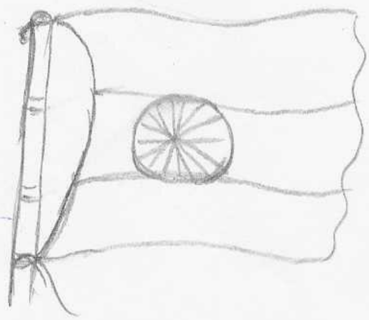

সন্তান আমরা ভারত মায়ের
একই সাথে ঘর,
এক সুঁতোতেই বেঁধে আছি
নয়তো কেউ পর।

হিন্দু - মুসলমান, বৌদ্ধ - খ্রীষ্টান
যদিও আলাদা থাকি,
বাস্তবে আমাদের পরিচয়তো একটিই
আমরা সবাই ভারতবাসী।

— বনিতা মল্লিক

পুজো

পুজো মানে ঢাকের আওয়াজ
খুশির আমেজ
মাতি মজায় আশ্বিন আশ্বিন।
পঞ্চমীতে খুশির সুর
ষষ্ঠীতে বোধন
সপ্তমীতে নাচা-নাচি
অষ্টমীতে ভোজন
নবমীতে ঘুরে-ফিরে
থাকিয়ে লোকজন
দশমীতে বিদায় সুরে
কাঁদে প্রাণ-মন।

— দিশা ঘোষ

মানুষের মত মানুষ

যদি মানুষ হতে চাও
মনুষ্যত্ব বোধ জাগাও।

প্রকৃত মানুষ
মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়,

গুণ মানুষকে শিখিয়ে শোধরায়,
ভালো কথা বলা মানুষকে
বন্ধুত্ব জোগায় ও

বন্ধুত্ব মানুষকে একতা শেখায়,
খেলাধূলা মানুষকে একতা যোগায়।

সুস্বাস্থ্য ও সুঠামতা
অনেক দিন নিরোগ হয়ে বাঁচতে শেখায়,

তাই বলি, হে বন্ধু সব
মনুষ্যত্ব অর্জন করে
মানুষের মত মানুষ হও

সুঅভ্যাস গড়
দেশের সুনাগরিক হও,
দেশ সেবা করে
নিজের দেশকে বাঁচাও।

— প্রিয়া সাহা

আগমনী

শরতের ওই মিষ্টি হাওয়া,
মনে জাগায় মিষ্টি মায়া।
কাশ বনের ওই সুন্দর,
মনেতে জাগায় আনন্দ।
আসছে যে মা বাপের বাড়ি,
আনন্দে মন মাতা মাতি
শিউলী ফুলের গন্ধে জাগে আগমনীর সুর,
মা যে আমার এলো আবার মন আনন্দে ভরপুর।
কোথাও যে মন বসেনা আর,
কারন দুর্গা মা যে এলো আবার।
কেনা-কাটা আর হই-চই,
আগমনীর জোগাড় বড়োই।

— পিউ সরকার

মা

মা গো তুমি অন্ধকার গর্ভ থেকে,
পৃথিবীর আলো দেখিয়েছ।
কেমন করে বলবো কথা,
মাগো তুমিই প্রথম শিখিয়েছ।
যখন হাঁটতে গিয়ে যেতাম পড়ে,
তুমি তুলতে বুকে আদর করে।
তোমার ওই নিষ্পাপ ভালোবাসা,
পাই শক্তি কর্মে, জাগে মনে আশা।
মাগো তোমার নির্মল মূর্তি,
পেয়ে তোমাকে লাগে ভেই ফুর্তি।
তোমার চরণে পৃথিবী খুঁজে পাই,
তাই আমি তোমাকে জীবনের
সব সুখ দিতে চাই।

— অঙ্করীতা সাহা

বকা

বকা কোনো দিন খেয়ে দেখেছো কি ?
আমি জানি খাওনি,
তাহলে কি করে বুঝবে ।

সেই বকার মাঝে কত যে,
প্রেম জড়িয়ে আছে
তোমাকে সেই বকবে
যে তোমাকে ভালোবাসে ।

কিন্তু আমাকে তো কেও বকেনা ,
হয়তো আমাকে কেও ভালোইবাসেনা ।

— পম্পি দাস

Diya Sarkar

Pompi Das